যুগান্তর

তারিখ ১৮/২/০৯
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন

—সংস্থাপন সচিব

যুগান্তর রিপোর্ট

সচিবালয়ে কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করাসহ ব্যানার টানানোর বৈধতা দিলেন সংস্থাপন সচিব এএসএম আলী কবীর। বুধবার দুপুরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

নতুন সরকার ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব নেয়ার দিন একটি কর্মচারী সংগঠনের নামে সচিবালয় অভ্যন্তরে একাধিক ব্যানার টানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়। এসব ব্যানারে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর ভাষায় শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এখনও এসব ব্যানার টানানো রয়েছে। এছাড়া ৭ জানুয়ারি নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সচিবালয়ে প্রথম প্রবেশের দিন তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে স্লোগান দিয়ে ও ফুল ছিটিয়ে অভিবাদন জানান।

সংস্থাপন সচিবের সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আলী কবীর বলেন, তার চোখে ব্যানার পড়েনি। এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন। এতে কোন সমস্যা নেই।

ব্যানার টানানোর ঘটনায় আচরণবিধি লংঘন হয়েছে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব। পরক্ষণে আবার বলেন, তার পক্ষে কিছুই করার নেই।

সংস্থাপন সচিব বলেন, তারা বর্তমান সরকারের দিনবদলের সনদ এবং ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। প্রশাসনকে সেভাবে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে আলী কবীর বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর সচিব পদে ১০ জন এবং অতিরিক্ত সচিব পদে ৭২ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাউকে রাজনৈতিক বিবেচনায় কিংবা প্রতিহিংসাবশত পদোন্নতিবঞ্চিত করা হয়নি। তিনি বলেন, পত্রিকায় ওএসডি নিয়ে অনেক কিছু লেখা হচ্ছে। পদোন্নতিজনিত কারণসহ একজন কর্মকর্তাকে নানা কারণে ওএসডি করতে হয়। কিন্তু কাউকে অন্যায়ভাবে ওএসডি করা হয়নি। কারও চাপের মুখেও কিছু করা হচ্ছে না। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে তারা কাজ করছেন। সংস্থাপন সচিব বলেন, পথ যত বন্ধুরই হোক, তারা প্রশাসন গতিশীল করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

সংস্থাপন সচিব জানান, প্রশাসনে পদোন্নতি জটিলতা নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। এগুলো রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। অনেক বিষয় সমন্বিতভাবে করতে হবে। তবে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, এখন থেকে রুটিনমাফিক নিয়মিত এসএসবি'র সভা হবে এবং শূন্যপদের ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়া হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সব ধরনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতিবঞ্চিত কোন কর্মকর্তা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কাছে পদোন্নতি না পাওয়ার কারণ জানতে চেয়ে আবেদন করলে তা জানানো হবে কিনা প্রশ্নের জবাব সংস্থাপন সচিব এড়িয়ে যান।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯-এর ২৫ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে— সরকারি কোন কর্মচারী কোনভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। অথবা দেশে-বিদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে বা কোন প্রকারের সহায়তাও করতে পারবেন না। এ বিধিমালার অপর এক স্থানে বলা আছে, সরকারি কর্মচারীরা

পারেন : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

পারেন : করতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এমন কোন আচরণ করতে পারবেন না— যা দ্বারা রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ পায়।